কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৯ জুলাই, ২০১৮ ২৩:৫৮

পাঁচ কারণে নিম্নমুখী ফল

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা

এইচএসসিতে ভালো ফলের আনন্দে উচ্ছ্বসিত রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

ইংরেজি, আইসিটি ও মানবিক বিভাগে খারাপ ফল, নতুন পদ্ধতিতে যথাযথ খাতা মূল্যায়ন নিশ্চিত করার প্রভাব পড়েছে এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলে। এ ছাড়া দুই শিক্ষা বোর্ডের ফলের হার বেশ কমে যাওয়া, প্রায় প্রতিটি বিষয়ে সৃজনশীল পরীক্ষা হওয়ার প্রভাব পড়েছে এবারের ফলে। অন্যদিকে চলতি বছরের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের কোনো অভিযোগ ছিল না। পরীক্ষা

গ্রহণে কঠোর অবস্থানে ছিল সরকার। সব মিলিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার ফল নিম্নমুখী হওয়ার পেছনে পাঁচ কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া জিপিএ ৫ কমার পেছনে মূলত বিজ্ঞান ও আইসিটির কঠিন পরীক্ষাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা। মেয়েদের তুলনায় এবার ফলে ছেলেরা বেশ পিছিয়ে পড়েছে।

■ ইংরেজি ও মানবিকের প্রভাব এবারের ফলে ■ জিপিএ ৫ কমার পেছনে বিজ্ঞান ও আইসিটির কঠিন পরীক্ষা ■ ফলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশ এগিয়ে ■ নিশ্চিত হয়েছে সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবার ইংরেজি পরীক্ষায় ধাক্কার কারণে সামগ্রিক ফল খারাপ হয়েছে। ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্য বোর্ডগুলোতে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী বেশি। এই মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের অন্যতম ভীতি ইংরেজি। ইংরেজিতে সব বোর্ডের শিক্ষার্থীরা এবার খারাপ ফল করেছে।

গত কয়েক বছর ধরেই পাসের হার ও জিপিএ ৫ কমছে। এবারও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার কমেছে ২.২৭ শতাংশ। জিপিএ ৫-এর ক্ষেত্রে অনেকটা বিপর্যয়ই ঘটে গেছে। গত বছরের তুলনায় জিপিএ ৫ কমেছে আট হাজার ৭০৭টি। ফলাফলের সব সূচক নিম্নমুখী হলেও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রকৃত ফলের দিকেই যাচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়ন করায় পাসের হার কমেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, ‘আমরা মানসম্মত শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তাই পাসের হার কমলেও সকল খাতা যাতে সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা এখন গুণগত মানের দিকে বেশি নজর দিচ্ছি। আমরা ভালো পরিবেশে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে চাই।’

এবার পাসের হার ও জিপিএ ৫-এর মতো অন্য কিছু সূচকও নিম্নগামী। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসহ ১০ বোর্ডের অধীনে অংশ নেয় ১২ লাখ ৮৮ হাজার ৭৫৭ জন পরীক্ষার্থী। পাস করেছে আট লাখ ৫৮ হাজার ৮০১ জন। এবারের গড় পাসের হার ৬৬.৬৪ শতাংশ। গত বছর ছিল ৬৮.৯১ শতাংশ। এবার মোট জিপিএ ৫ পেয়েছে ২৯ হাজার ২৬২ জন। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৯৬৯। এবার শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০০, গত বছর ছিল ৫৩২। কমেছে ১৩২টি। শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার ৫৫, গত বছর ছিল ৭২, কমেছে ১৭টি।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৮ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। সকাল ১০টায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বোর্ড চেয়ারম্যান ও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ফলের অনুলিপি তুলে দেন। এরপর দুপুর ১টায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ফলের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। তার পর থেকেই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাধ্যমে ফল জানতে শুরু করে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এবারের পরীক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো সুযোগই ছিল না। আমাদের পরীক্ষার্থী বাড়ছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নতি হচ্ছে, কারিগরিতে শিক্ষার্থী বাড়ছে। আর এবারের ফলে যা বাস্তব সেই চিত্রই বেরিয়ে এসেছে। আমরা নম্বর বাড়িয়ে দিতেও বলি না, কমিয়ে দিতেও বলি না।’

এবার ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে খারাপ ফল করেছে শিক্ষার্থীরা। ইংরেজিতে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৭৫.৪৮ শতাংশ, রাজশাহীতে ৭২.৬৭, কুমিল্লায় ৭৩.৩৫, যশোরে ৬৫, চট্টগ্রামে ৭৩.৭৪, বরিশালে ৭১.০৬, সিলেটে ৮২.৩৩, দিনাজপুরে ৬৫.৫১ ও মাদরাসা বোর্ডে ৮৮.৮৯ শতাংশ। আর আইসিটিতে বেশির ভাগ বোর্ডের ফলই ৮০-র ঘরে। আইসিটিতে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮২.৮৩ শতাংশ, রাজশাহীতে ৯৩.৫৪, কুমিল্লায় ৯২.১৫, যশোরে ৮৫.৬০, চট্টগ্রামে ৮৩.৯৪, বরিশালে ৮৭.৬১, সিলেটে ৯২.৪৬, দিনাজপুরে ৮৮.৩৩ এবং মাদরাসা বোর্ডে ৯৩.৯৯ শতাংশ।

বোর্ড	পাসের হার	জিপিএ ৫
ঢাকা	৬৬.১৩%	১২,৯৩৮
রাজশাহী	৬৬.৫১%	৪,১৩৮
কুমিল্লা	৬৫.৪২%	৯৪৪
যশোর	৬০.৪০%	২,০৮৯
চট্টগ্রাম	৬২.৭৩%	১,৬১৩
বরিশাল	৭০.৫৫%	৬৭০
সিলেট	৬২.১১%	৮৭৩
দিনাজপুর	৬০.২১%	২,২৯৭
মাদরাসা	৭৮.৬৭%	১,২৪৪
কারিগরি	৭৫.৫০%	২,৪৫৬

মোট পরীক্ষার্থী	গড় পাসের হার
১২,৮৮,৭৫৭ জন	৬৬.৬৪%
পাস করেছে	মোট জিপিএ ৫
৮,৫৮,৮০১ জন	২৯,২৬২ জন

এবার পদার্থবিজ্ঞানেও শিক্ষার্থীরা বেশ খারাপ করেছে। এই বিষয়টিতে কিছু শিক্ষার্থী খারাপ করার কারণে জিপিএ ৫ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বোর্ডে এ বিষয়ে পাসের হার ৭৫.২৬ শতাংশ, দিনাজপুরে ৭৭.৪৪, বরিশালে ৭৮.৮৬, ঢাকায় ৮৬.১৫, রাজশাহীতে ৮৬.১০, কুমিল্লায় ৯২.৫০, যশোরে ৮১.১৩, সিলেটে ৯০.৩২ ও মাদরাসা বোর্ডে ৯৬.১১ শতাংশ।

এবার মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেকই ছিল মানবিক বিভাগে। এ বিভাগ থেকে পাঁচ লাখ ৬৪ হাজার ২৩১ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে তিন লাখ ১৮ হাজার ৫৪৪ জন। মানবিকে পাসের হার ৫৬.৪৬ শতাংশ। গড় পাসের চেয়ে তা প্রায় ১০ শতাংশ কম। আর মানবিক থেকে জিপিএ ৫ পেয়েছে এক হাজার ৯৫৪ জন। তবে বিজ্ঞান বিভাগে এবার পাসের হার ৭৯.১৪ শতাংশ ও জিপিএ ৫ পেয়েছে ২১ হাজার ১৭১ জন। ব্যবসায় শিক্ষায় পাসের হার ৬৪.৫৫ শতাংশ ও জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই হাজার ৪৩৭ জন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত বছর থেকে নতুন পদ্ধতিতে খাতা দেখছেন পরীক্ষকরা। এতে যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে। এবার পরীক্ষকদের একটি মডেল উত্তর দেওয়া হয়। কম লিখে কেউ যাতে বেশি নম্বর না পায় আবার ভালো লিখে কেউ যাতে বঞ্চিত না

হয়, সে জন্যই এ ব্যবস্থা। পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রধান পরীক্ষকরাও ১২ শতাংশ খাতা পুনর্মূল্যায়ন করেন।

ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, যশোর ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডে গত বছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী কম পাস করেছে। এ ছাড়া এবারও এই দুই বোর্ডে পাসের হার অষ্টম ও নবম নম্বরে। আর সবচেয়ে কম পাস করেছে দিনাজপুর বোর্ডে। যার প্রভাব সার্বিক ফলে পড়েছে। গত বছর থেকে প্রতিটি বিষয়ে ৩০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের গড় নম্বর কমেছে। এবার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ফল খারাপ হয়েছে। মেয়েদের পাসের হার ৬৯.৭২ শতাংশ আর ছেলেদের ৬৩.৮৮ শতাংশ।

জানতে চাইলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাধব চন্দ্র রুদ্র কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমাদের বোর্ডে মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীই বেশি। আর এই শিক্ষার্থীদের অনেকেই ইংরেজিতে খারাপ করেছে। যার ফলে আমাদের গড় পাসের হার কমে গেছে। তবে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে আমাদের ফল ভালো হয়েছে।’

জানা যায়, সৃজনশীলে এখনো শিক্ষকরাই কাঁচা। এখনো অর্ধেক শিক্ষক নিজেরা সৃজনশীল প্রশ্ন করতে পারেন না। তাহলে এই শিক্ষকরা কিভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পড়ালেখা করান? সেই প্রশ্নও তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা। অথচ এবার ২৬টি বিষয়ে ৫০টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী যারা সৃজনশীল বোঝে না তারা পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করেছে।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের কোনো অভিযোগ ছিল না। এ ছাড়া বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপও নিয়েছিল সরকার। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে আসন গ্রহণ বাধ্যতামূলক, প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট থেকে ২৫ মিনিট আগে প্রশ্ন নির্ধারণ, বিশেষ নিরাপত্তা খামে প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থান ছিল এবারের পরীক্ষায়।

এগিয়ে মাদরাসা ও কারিগরি বোর্ড : এবার সবচেয়ে বেশি পাসের হার মাদরাসা বোর্ডে, ৭৮.৬৭ শতাংশ। এই বোর্ড থেকে ৯৭ হাজার ৭৯৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছে ৭৬ হাজার ৯৩২ জন। জিপিএ ৫ পেয়েছে এক হাজার ২৪৪ জন। এর পরের অবস্থানে আছে কারিগরি বোর্ড। এই বোর্ডে পাসের হার ৭৫.৫০ শতাংশ। এক লাখ ১৮ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৮৯ হাজার ৮৯ জন। মোট জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই হাজার ৪৫৬ জন।

সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে বরিশাল বোর্ড। এই বোর্ডে পাসের হার ৭০.৫৫ শতাংশ। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে ৬৬.১৩, রাজশাহীতে ৬৬.৫১, কুমিল্লায় ৬৫.৪২, যশোরে ৬০.৪০, চট্টগ্রামে ৬২.৭৩, সিলেটে ৬২.১১ ও দিনাজপুর বোর্ডে পাস করেছে ৬০.২১ শতাংশ। তবে কুমিল্লা বোর্ড গত বছরের তুলনায় অনেক ভালো ফলাফল করেছে। এই বোর্ডে গত বছর পাসের হার ছিল ৪৯.৫২ শতাংশ। এবার এই বোর্ডে পাসের হার প্রায় ১৬ শতাংশ বেড়েছে।

জিপিএ ৫ বিপর্যয় : এবার ঢাকা বোর্ডে সবচেয়ে বেশি জিপিএ ৫ পেয়েছে ১২ হাজার ৯৩৮ জন। রাজশাহী বোর্ডে চার হাজার ১৩৮ জন, কারিগরি বোর্ডে দুই হাজার ৪৫৬ জন, দিনাজপুরে দুই হাজার ২৯৭ জন, যশোরে দুই হাজার ৮৯ জন, চট্টগ্রামে এক হাজার ৬১৩ জন, মাদরাসা বোর্ডে এক হাজার ২৪৪ জন, কুমিল্লায় ৯৪৪ জন, সিলেট বোর্ডে ৮৭৩ জন ও বরিশাল বোর্ডে মাত্র ৬৭০ জন।

গত বছরের তুলনায় ঢাকা বোর্ডে এবার সাত হাজার ৭৭৪ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ কম পেয়েছে। কারণ হিসেবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, বিজ্ঞানের সবকটি বিষয়ে পরীক্ষা কঠিন হয়েছে। একই সঙ্গে

আইসিটি পরীক্ষাও তুলনামূলক কঠিন হয়েছে। জিপিএ ৫ কমার এটি অন্যতম কারণ। এ ছাড়া চলতি বছরের পরীক্ষায় কঠিন ব্যবস্থাপনা, প্রশ্ন ফাঁসমুক্ত পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়নেও শিথিলতা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

এবার বিদেশের সাতটি কেন্দ্র থেকে ২৮৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। পাস করেছে ২৬৩ জন। আর জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৬ জন।

ফলাফল পুনর্নিরীক্ষা : এইচএসসি ও সমমানের ফলাফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদন শুরু হবে আজ শুক্রবার। চলবে ২৬ জুলাই পর্যন্ত। রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটকের মাধ্যমে এই ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করা যাবে। ফলাফল পুনর্নিরীক্ষার জন্য টেলিটক প্রিপেইড সিম ব্যবহার করতে হবে। একই এসএমএসের মাধ্যমে একাধিক বিষয়ের ও পত্রের আবেদন করতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। এ ক্ষেত্রে বিষয় কোড পর্যায়ক্রমে কমা দিয়ে লিখতে হবে। বিস্তারিত বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতি পত্রের জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০ টাকা।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com